ক খ
বর্ণ ছড়ায় আনন্দ
জসিম উদ্দিন জয়

কলস কলম

কাঠবিড়ালি

কাঠবিড়ালি কাঠাল গাছে

কলা গাছে বাদুর আছে

কলস ভরা পানি ছিলো

কালো কাক খেয়ে নিলো।

খ

খই খাতা

খরগোশ

খরগোশ খায় দুর্বা ঘাস

পুকুর জলে ভাসে হাস

বাজ পাখি উড়ে এলো

হাঁস তখন ডুব দিলো।

গ

গোলাপ গয়না

গোলাপ

গোলাপ ফুলে আনেক কাটা
গাঁদা ফুলের মালা
ফুলবাগানের ফুল বেচে
কিনবো মায়ের বালা।

ঘ

ঘুঘু ঘুড়ি

ঘাসফড়িং

ঘাস ফড়িং সবুজ ঘাসে
ঘুড়ি উড়ে শুন্যে ভাসে
ঘুঘু পাখি পড়ছে ফাঁদে
খুকু দেখে জোরছে কাঁদে।

ব্যাঙ ফিঙে

ব্যাঙ

ব্যাঙ ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ

ফিঙে নেচে ভাঙলো ঠ্যাঙ

পুকুর জলে অনেক মাছ

পুকুর পারে ঝিঙে গাছ।

চ

চশমা চাবি

চড়ুইপাখি

চারিদিক কিচির মিচির

চড়ুই পাখির ডাক

ঘরের চালে ডাকছে পায়রা

বাক-বাকুম বাক।

ছাতা ছবি

ছড়া

ছড়া শিখি মায়ের কাছে

হুলো বিড়াল উঠে গাছে

ইদুর ছানা টিনের চালে

দেখে নাচে তালে তালে।

জ

জবা জামা

জুঁই

জুঁই চামেলি চম্পা পারুল

ফুলবাগানে ফুটলো জারুল

হলুদ পাখি ময়না টিয়ে

খোকন সোনার পুতুল বিয়ে।

ঝিঙ্গে ঝিনুক

ঝিঙ্গে

ঝিঙ্গে গাছে ফিঙ্গে নাচে

দাদুর ঝোলায় কি?

সাতচুন্নি বেঁধে রেখেছে

এক মণ ঘি ।

ঞ

জ্ঞান চঞ্চল

মিঞা

মিঞা ভাই দই খায়

চাচী ভাজে মাছ

তাই দেখে হুলো বিড়াল

জড়িয়ে ধরে গাছ।

টুপি টিয়া

টুপি

টুপি পরে নামাজ পড়ো

সোনার বাংলা দেশ গড়ো

সত্য সুন্দর জীবন গড়ো

বেশি বেশি বই পড়ো।

ঠ

ঠকবাজ ঠান্ডা

ঠকবাজ

ঠকবাজ ভালো না

তাদের সাথে চলো না

ঠান্ডার দিনে পিঠা মজা

পান্তা ভাতে ইলিশ ভাজা।

ডাব ডালিম

ডাব

ডাবের পানি মজা ভারি

খেতে খেতে ফিরবো বাড়ি

বাড়িতে আছে ময়না টিয়ে

ফিরবো আমি গয়না নিয়ে।

ঢ

ঢাকা ঢাকনা

ঢাকঢোল

ঢাক ঢোল বাজনা বাজে

কন্য যাচ্ছে বিয়ের সাজে

কাঠবিড়ালি গাছের ডালে

লফিয়ে পরে পাশের খালে।

ণ

ঋণ রণ

গুণিজন

গুণিজনের কদর করো
তাদের মতো পথটি ধরো
ঝর্ণার পানি নদীতে মিশে
সুন্দর দেখতে ভাবনা কিসে।

ত

তবলা তুলি

তালের পিঠা

তালের পিঠা অনেক মজা
নানুর হাতের মন্ডা গজা
খোকা খেয়ে তোলে ঢেক
খুকি খায় মিষ্টি কেক।

থ

থানা থলে

থানা পুলিশ

থানা পুলিশ বন্ধু সবার
গড়বো নতুন সমাজ
দিন ফুরালে রাত্রী আসে
পড়বো সবাই নামাজ।

দ

দোলনা দই

দান

দান করা ভালো কাজ
এই কাজে নেই লাজ
দিনের কাজ দিনে করো
স্বাথর্ক সুন্দর জীবন গড়ো।

ধান ধনুক

ধান

ধান থেকে চাল হয়

চাল থেকে ভাত

ভাত খেয়ে কাকাতুয়া

ধুয়ে ফেলে হাত।

ন

নামাজ নৌকা

নানু

নানু রাঁধে পুলি পিঠা

মা রাঁধে কি?

শীতের পিঠা ভারী মিঠা

গরম ভাতে ঘি।

পানি পলাশ

পাঁকা পেঁপে

পাঁকা পেঁপে খুকু খায়

পাচঁটি বানর নৌকা বায়

বোয়াল ভাসে পুকুর জলে

ময়ুর নাচে পেখম তোলে।

ফুল ফল

ফুল ফল লতা পাতা

দাদার মাথায় কমলা ছাতা

মাথার উপর ঝুলছে আতা

দাদু ঘুমায় গায়ে কাথা।

বালিশ বক

বই পড়ি

বই পড়ি খাতায় লিখি

মা করে রান্না

বাবার কোলো ছোট বোন

করে শুধু কান্না।

ভাত ভাই

ভাল্লুক

ভাল্লুক নাচে উল্লুখ গাছে

হনুমানের দল

তাই দেখে ঝিঙে ফিঙে

ছুড়ে মাড়ে বল।

ময়না মানুষ

ময়ূর

ময়ূর নাচে পেখম তুলে

ময়না গায় গান

বউ কথা কও বলে উঠে

তুমি আমার জান।

য

যব যেমন

যাদু

যাদু দেখায় যাদুকর

মনে মনে ভয় ডর

যাদু পাখি উড়ে গেলো

তখন আমার হাসি পেলো।

রাজা রানী

রংধনু

রংধনুতে রঙ্গিন আকাশ

রংতুলিতে ছবি

আকাশ বাতাস লিখে রাজা

হলো মহান কবি।

লিচু লাটিম

লাল রং

লাল রং আমার প্রিয়

ছবি আকি রবি'র,

ময়না টিয়ে ধরতে যেয়ে

পা ভেঙ্গেছে কবি'র।

শালিক শিশু

শাপলা

শাপলা ফুটেছে ঝিলে ঝিলে

কে কে যাবি রে

মাছ শিকারি মাছরাঙ্গা

নৌকা এনে দে।

ষ

ষাট ষষ্ঠ

ষাঁড়

ষাঁড় ষাঁড়ে লড়াই করে

মূর্খ লোক বড়াই করে

ষাড়ের দৌড়ে অনেক গতি

ধীরে চলে বন্য হাতি।

সাগর সাহস

সকাল

সকাল সকাল পড়ি বই

মামী ভাজে মুড়ি খই

ছিক্কার ভেতর আছে দই

মামা আনে বিশাল মই।

হ

হাঁস হিংসা

হাসবো

হাসবো খেলবো

গড়বো দেশ

আমার সোনার

বাংলাদেশ।

আড়ং আড়ৎ

আড়ি

আরিফ করে শুধু আড়ি

যাইনা তাদের বাড়ি

পড়াশুনা করে আমি

চড়বো শুধু গাড়ি।

ঢ়

গাঢ় রুঢ়

আষাঢ়

আষাঢ় শ্রাবন বাষার দিনে

সবাই তখন ছাতা কিনে

ঝড়ে ছাতা উড়ে গেলো

খুকি তখন ভিজে গেলো।

শিয়াল বিয়োগ

আয়রে আয়

আয়রে আয় ছেলের দল

চিড়িয়াখানায় যাই

সিংহ মামার হালুম খুলুম

পালাই পালাই।

আড়ৎ শরৎ

সৎ

সৎ সঙে স্বগ বাস

সকল লোকে বলে

অসৎ সঙে সবর্নাশ

ভাসে নদীর জলে।

ং

হংস বংস

রং

রংধনুতে সাতটি রং

জোকার দেখায় সং

তাই দেখে খোকা বাবুর

বেড়ে যায় ঢং।

ঃ

অতঃপর উঃ

দুঃখ

দুঃখ বেজায় বেড়াল ছানার

কপাল জুরে হাত

তাই দেখে নেংটি ইদুর

হেসে কুপোকাত।

ঁ

চাঁদ বাঁশ

পেঁচা

পাকা পেপে কাকে খায়

হুতুম পেঁচা গান গায়

ঢোল বাজায় কে?

ফাঁদ পেতে বসে আছে

শেয়াল মামা রে ।